দৈনিক বাংলা
তারিখ 30 AUG 1993

দুর্জন দর্শন

কোচিং সেন্টারবিরোধী অপপ্র

জনাব সম্পাদক

হালে কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তাদের নিন্দামন্দ করে খবরের কাগজগুলোতে (আপনার পত্রিকাসহ) একের পর এক চিঠিপত্র ছাপানো হচ্ছে। আর এই সুযোগে কাগজগুলো কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে নানারকম অন্যায় অপবাদ প্রচার করে নিজেদের কাটতি বাড়ানোর অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল হোম ইত্যাদি মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঐসব অপপ্রচারমূলক পত্রে-নিবন্ধে এমনকি দোকানদারী বলে ব্যঙ্গ করার স্পর্ধাও পোষণ করা হয়েছে। আমরা যারা কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে দেশকে শিক্ষিত করে তোলার আমরণ সংগ্রামে লিপ্ত তাদেরকে মেধার ফেরিওয়ালা বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

কোচিং সেন্টার তথা দেশের এই উৎকৃষ্টতম শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কারা এভাবে অপবাদ ছড়াচ্ছে, কারা বিষোদগার করছে তা আমাদের অজানা নয়। যারা এদেশের জনসাধারণ শিক্ষালাভ করুক তা চায় না, জনগণকে যারা এখনো অজ্ঞানতার অন্ধকার গিরিবর্তে ঢুকিয়ে রেখে শ্রেফ নিজেরা পড়াশোনার ফায়দা লুটতে চায়, সেই গণশিক্ষা বিদ্বেষী মহলই কোচিং সেন্টারবিরোধী অপপ্রচার ও কার্যকলাপে লিপ্ত।

এই অবস্থায় অত্যন্ত বেদনার সাথে আমরা কোচিং সেন্টারের পক্ষে দু-চারটে কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। কোচিং সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত অপপ্রচার খন্ডন করতে আমরা সংকল্পবদ্ধ। ফলে জনমনে যে বিভ্রান্তি জন্মাচ্ছে এবং এর ফলে দেশের শিক্ষার যে মারাত্মক ক্ষতির আশংকা দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রকৃত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে চাই। আমরা প্রমাণ করতে চাই যে স্কুলের, তা সরকারী হোক, বেসরকারী হোক কিংবা আধাসরকারী হোক, তুলনায় কোচিং সেন্টার শিক্ষাক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি অবদান রাখছে। প্রকৃতপক্ষে আন্তঃ-মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত কোচিং সেন্টারই যে জাতীয় জীবনে শিক্ষার আলো ছড়াতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে আমরা তা প্রমাণ করার জন্যই এই পত্রনিবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আমরা আপনাদের অন্যায় প্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে কৃতসংকল্প।

অতীতের কথা তুলতে চাই না, এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের পর বিভিন্ন কোচিং সেন্টার যে সব বিজ্ঞাপন দিয়েছে সেগুলোর দিকে চোখ বুলালেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে, ঐ পরীক্ষায় যারা কৃতিত্ব অর্জন করেছে তাদের অধিকাংশই কোন না কোন কোচিং সেন্টারে ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করেছে এবং সেখান থেকেই ভালো রেজাল্ট করার কায়দাকানুন রফত করেছে।

আজকাল দেখা যায়, অনেকেই প্রকৃত শিক্ষা ও নকল শিক্ষা নিয়ে খবরের কাগজে কাঁদুনি গায়। কিন্তু শিক্ষায় আসল-নকলের কোন ব্যাপার নেই-পাস দেয়াটা এবং খুব ভালো করে পাস দেয়াটাই হচ্ছে আসল কথা। আর আমরা কোচিং সেন্টারওয়ালারা তার গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। তাই আমরা আবারও বলিষ্ঠকণ্ঠে উচ্চারণ করতে চাই যে কোচিং সেন্টারের শিক্ষাই হচ্ছে সেরা শিক্ষা। কোচিং সেন্টারই হচ্ছে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পাদপীঠ। শিক্ষার মশাল, জ্ঞানের মশাল তো অনেকেই জ্বেলে থাকে কিন্তু সেই মশালের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মা আলোকিত করতে পারে ক'টা স্কুল, ক'টা কলেজ? তারা এ কাজে বলতে গেলে ব্যর্থ, কোন কোন স্কুল শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। এমনও দেখা গেছে যে একটি স্কুল কিংবা কলেজ থেকে কেউই পাস করেনি। কিন্তু কোন কোচিং সেন্টারের শতকরা ১০০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই ফেল করার কোন নজির নেই, এ থেকেই কি কোচিং সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না?

প্রয়োজনের কথা যদি বলেন তাহলে আর একটি কথা বলতে হয়। স্কুল-কলেজগুলোতে পড়াশোনা হয় না বলেই তো ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে কোচিং সেন্টারে ছুটে আসে। কারণ, তারা তো নিশ্চিত যে সেন্টারগুলোতে জ্ঞান বিতরণে কোন ফাঁকিবাজি নেই।

আমরা তো দেখেছি, ছাত্র-ছাত্রীরাও দেখেছে যে কোচিং সেন্টারের মাস্টার সাহেবরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এমনকি জীবন উৎসর্গ করতেও রাজি। দেশের যথার্থ শিক্ষা-শিল্পীরা নিজেদের এসব সেন্টারের সাথে যুক্ত হয়েছেন শ্রেফ জাতির চিত্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় বিদ্ধ করার জন্যই। আর আপনারা সেই সব আত্মনিবেদিত শিক্ষাশিল্পীদের শিক্ষার ফেরিওয়ালা আখ্যা দিয়ে তাদের জনমানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়েছেন। ধিক আপনাদের।

কোচিং সেন্টারের পক্ষে আমাদের আরো অনেক যুক্তি আছে। সেগুলো একের পর এক নিবেদন করতে চাই। এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি প্রাইভেট মালিকানায় পরিচালিত। আপনারা জানেন যে দেশে কয়েক রকমের স্কুল আছে; পুরোপুরি সরকারী; মানে পুরোপুরি সরকারী টাকায় চলে। আধা সরকারী; ছাত্রদের দেয়া বেতন এবং সরকারের দেয়া সাহায্যে চলে এগুলো। আর আছে বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত কোন কোন স্কুল-কলেজ।

প্রথমোক্ত ও দ্বিতীয়োক্ত স্কুল-কলেজে পড়াশোনার নামে হয় লবডংকা। ক্লাস নেয়ার সময় মাস্টার সাহেবদের খোঁজ মেলে না। মাস্টার সাহেবরা এলেও তারা ক্লাসে বসে ঝিমোয়। ফলে পড়াশোনা উঠে লাটে। তখন ছাত্রছাত্রীদের কোচিং সেন্টারের পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে হয়। অবশ্য আমরা একথা স্বীকার করি যে, স্কুল-কলেজের যেসব শিক্ষক কোচিং সেন্টারে শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকেন শুধু তারাই স্কুল-কলেজে নিজেদের ক্লাস নেয়া তেমন পছন্দ করেন না, এবং ক্লাসে ঢুকলেও ঝিমোতে থাকেন। তবে এজন্যে তাদের দোষ দেয়া যাবে না; কেননা তারা তো কোচিং সেন্টারে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করছেনই। কিন্তু তারাও তো মানুষ। তাদেরও বিশ্রাম দরকার। ক্লান্তি মোচন অপরিহার্য। সে মওকা তো একমাত্র স্কুল-কলেজেই মেলে।

তবে এটা আসল কথা নয়। আমরা যা বলতে চাচ্ছি তা এই যে সরকার যেখানে প্রাইভেটাইজেশনের ব্যাপারে উৎসাহ দিচ্ছে, সেখানে আপনারা সংবাদপত্রগুলো কেন, কোন অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে প্রাইভেট ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কোচিং সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে এমন আদাজল খেয়ে লেগেছেন?

কোচিং সেন্টারের পক্ষে আরো অনেক বলবার আছে। যেমন সেখানে ধর্মঘট নেই, হরতাল নেই, অবরোধ নেই। এমন কি হরতাল ধর্মঘটের মধ্যেও সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে শিক্ষার কাজ চলে। এভাবেও আমরা জাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করি।

আমরা এখন পর্যন্ত সরকারের কাছে কোন দাবী-দাওয়া জানাইনি। জানাতে হবে বলেও মনে হয় না। আমরা সরকারের নিকট থেকে কোন অনুদান চাই না, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য যেমন মঞ্জুরি কমিশন দরকার হয়, আমাদের তেমন কিছুর দরকার হয় না। আমরা পদ নিয়ে, পদোন্নতি নিয়ে কামড়া-কামড়ি করিনি, আমরা দলাদলি করে শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত করি না। কলেজ-ইউনিভার্সিটির মতো কোচিং সেন্টারে আন্দোলন, মুর্দাবাদ, বোমাবাজি, খুনাখুনি হয় না। যখন-তখন বেআইনী ছুটি দেয়া হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, কোচিং সেন্টারে কোন সেশন জট নেই। একমাত্র সেখানেই আছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ।

আমরা জাতিকে কেবল সমুচিৎ শিক্ষা দিয়েই যাচ্ছি। এরপরেও কি মনে করেন যে কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা যায়? অপপ্রচার করা উচিৎ এই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে? কোচিং সেন্টারের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাশিল্পীদের কি শিক্ষার দোকানদার পদবাক্যে আখ্যায়িত করা উচিৎ? ইতি। অখিল ঢাকা কোচিং সেন্টার মালিক সমিতি। ঢাকা-১০০০।

— খোন্দকার আলী আশরাফ